প্রথম আলো

তারিখ 19 DEC 2017 ... পৃষ্ঠা ...৪১... কলাম...১...

শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাতির ভবিষ্যৎ

সহজিয়া কড়চা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

ডিসেম্বর শুধু বছরের শেষ মাস নয়, শিক্ষাবছরেরও শেষ মাস। জানুয়ারি শিক্ষাবছরের শুরু। দেশের কয়েক কোটি মানবসন্তানের জন্য মাস দুটি অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার। শিশু-কিশোরদের উৎকণ্ঠা ও ভয়ের প্রকাশ সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু তাদের মা-বাবা ও অভিভাবকদের উদ্বেগ চোখে পড়ার মতো। বিত্তবান পরিবারের যেসব ছেলেমেয়ে ভালো স্কুলে পড়ে এবং ভালো ফল করে, তাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। ডিসেম্বর-জানুয়ারি তাদের জন্য আনন্দের। যারা ভালো স্কুলে ভর্তি হতে চায়, বিশেষ করে প্রাথমিক শ্রেণিগুলোতে, তাদের এবং তাদের মা-বাবার জন্য মাস দুটি কতটা উৎকণ্ঠার, তা তারা এবং তাদের কাছের মানুষেরা ছাড়া আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

দুটি শ্রেণির মানুষকে নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে ভাবার প্রয়োজন। শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তারা স্বাবলম্বী নয়। আর্থিক কারণে হোক বা শারীরিক কারণে হোক, তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই শিশু-কিশোরদের প্রয়োজনের বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচ্য। তাদের সামগ্রিক যত্নের ব্যাপার শুধু নয়, দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা অভিভাবক ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। শিশু-কিশোরদের সেই শিক্ষা নিয়েই মা-বাবা ও অভিভাবকদের সীমাহীন দুশ্চিন্তা।

দেশের কত ভাগ মা-বাবা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে উদ্বেগজনিত কারণে বিষণ্নতায় ভুগছেন, তা জানা না গেলেও ছাত্রছাত্রীদের বিষণ্নতার কথা জানা যায়। *এথনিসিটি অ্যান্ড হেলথ* নামের এক গবেষণা সাময়িকীর মতে, ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ২৫ শতাংশের মধ্যে বিষণ্নতার লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। মহানগরীর আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে এই ফলাফল পাওয়া যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেয়েদের মধ্যে বিষণ্নতার লক্ষণ ছেলেদের চেয়ে বেশি। সেখানে মেয়েরা ৩০ শতাংশ এবং ছেলেরা ১৯ শতাংশ। ১৩ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে বিষণ্নতা ১৭ শতাংশ, কিন্তু ১৬ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে ৩৭ শতাংশ।

২০১২ সালেও এ ধরনের জরিপ ও গবেষণা করা হয়েছিল। ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী আড়াই হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে জরিপ করা হয়। তখন জরিপের ফলাফল ছিল, ১৪ শতাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষণ্নতা। বিষণ্নতা একটি মানসিক রোগ, যা মানুষের শারীরিক কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বয়ঃসন্ধিক্ষণের বিষণ্নতা খুবই ক্ষতিকর হতে পারে তাদের জীবন গঠনে। বিষণ্নতা থেকে হতাশা এবং তা থেকে অনিয়ন্ত্রিত জীবনাচরণ দেখা দিতে পারে কারও কারও মধ্যে। মাদক গ্রহণ ও আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে।

নানা কারণে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিষণ্নতা এবং তা থেকে হতাশা দেখা দিতে পারে। বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে নিরাপত্তাবোধের অভাব, যাপিত জীবন সম্পর্কে অসন্তুষ্টি, মা-বাবার আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে অসন্তোষ প্রভৃতি। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। যৌন চেতনা দেখা দেয়, যার প্রভাব পড়ে মনের ওপর। এই সময় তাদের প্রতি বড়দের, বিশেষ করে বাড়িতে মা-বাবা ও অভিভাবকদের এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। ১৪-১৫ বছর বয়সী ছেলেদের সঙ্গে স্কুলে পুরুষ শিক্ষকেরা খোলামেলাভাবে পরামর্শ ও তাদের মানসিক জোর বাড়াতে পরামর্শ দিতে পারেন। ১৩-১৪ বছর বয়সী মেয়েদের শিক্ষিকারা ওই বয়সের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। তবে ছাত্র-শিক্ষকের কথাবার্তা বা আলোচনা হতে হবে খুবই মার্জিত ও সংযত। শালীনতার সীমারেখা যেন অতিক্রম না করে।

মানুষের জীবন গঠনে এবং চরিত্র গঠনে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা সমান। এর এক দিক দুর্বল হলে তার বিরূপ প্রভাব ব্যক্তির জীবনে পড়বেই। দেশে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১ লাখ ২৬ হাজার ৬১৫টি। এগুলোর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ৮৬ লাখ ২ হাজার ৯৮৮। এদের অর্ধেক মেয়ে। এই ছেলেমেয়েদের কাউকে না কাউকে একসময় জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে। এখন থেকেই যদি তাদের চরিত্র গঠনের প্রস্তুতি ভালো না হয়, তাহলে তারা কর্মজীবনে গিয়ে সফল হতে পারবে না। কুশিক্ষিত মানুষের অযোগ্য নেতৃত্বে জাতি দুর্বল হয়ে পড়বে।

অকল্পনীয় সব ব্যাপার ঘটছে শিক্ষাক্ষেত্রে। অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা যদি সম্মিলিতভাবে দুর্নীতি ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হন, তখন সমাজের অগ্রগতির কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ২০১৪ সালে জেএসসি, পিইসি ও এসএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। ২০১৭ সালে হলো পিইসির প্রশ্নপত্র ফাঁস। ওই বয়সী ছেলেমেয়েরা ওই অপকর্ম একা করতে পারে না। অভিভাবকদের আগ্রহ, সমর্থন ও সহযোগিতা না থাকলে এ-জাতীয় অপকর্ম হতে পারে না। এখন দেখা যাচ্ছে, একশ্রেণির বাবা-মা এই অপরাধে জড়িয়ে পড়েছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস জিনিসটি কী, তা যে শিশু বোঝে না, সেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চলমান বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে গত হপ্তায়। তার ফলে বরগুনা ও মুন্সিগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত করেছে জেলা প্রশাসন। অন্তহীন অপরাধ ও দুর্নীতির দেশেও ঘটনাটি যে কত বড় দুঃসংবাদ, তা সামান্য বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব।

বরগুনায় হয়েছে চতুর্থ শ্রেণির ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস। সে জেলার ২৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জে হয়েছে দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস। এই ঘটনায় শহীদ রফিক, শহীদ বরকত, শহীদ সালাম, শহীদ জব্বারের আত্মা আর্তনাদ করে উঠেছে। তাঁদের আত্মা বলছে: হায়, ভাষার জন্য জীবনদান কি বৃথা গেল? দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হবে!

বিস্ময়কর ব্যাপার, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে শিশুদের অভিভাবক ও শিক্ষকেরা জড়িত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি ফাঁস হয় যখন কোনো এক শিশুর অভিভাবক ফটোকপির দোকানে প্রশ্নপত্র কপি করতে যান।

প্রতিদিন প্রবল দেশপ্রেম প্রকাশের দেশে এসব ছোটখাটো ঘটনা হয়তো কারও মাথাব্যথার কারণ হবে না। কিন্তু এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। শিক্ষা ব্যক্তিগত বিষয়। একই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণিতে পড়লেও এবং পরীক্ষায় একই নম্বর পেয়ে পাস করলেও সবাই একই রকম শিক্ষিত হয় না। শিক্ষাটা যদি মুখস্থবিদ্যা ও পরীক্ষার নম্বরনির্ভর হয়, তার কোনো মূল্য নেই। তবু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানবজীবনের কিছু কিছু জটিল সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়ে থাকে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যদি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা যোগ না হয়, শিশুর মধ্যে যদি মানবিক গুণাবলির প্রকাশ না ঘটে, মনুষ্যত্ববোধ সঞ্চারিত না হয়, তাহলে তা জীবন গঠনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

> উপযুক্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর নির্ভর করে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ। শিশুর ভবিষ্যৎ আর জাতির ভবিষ্যৎ একই সুতোয় গাঁথা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি শক্ত না হলে উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নে যোগ্য শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি আকর্ষণীয় না হয়, তাহলে তার পড়ালেখায় আগ্রহ কমে যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষ সুন্দর, বসার ব্যবস্থা ভালোই শুধু নয়, খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকতে হবে। থাকতে হবে খেলার মাঠ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন 'বাংলাদেশ প্রাইমারি এডুকেশন: অ্যানুয়াল সেক্টর পারফরম্যান্স রিপোর্ট-২০১৭' থেকে জানা যায়, দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৩ হাজারের বেশি। তার মধ্যে ৬ হাজার ৫৪৬টি এক কক্ষবিশিষ্ট এবং ২ হাজার ৮০৯টি দুই কামরার। দেশের অন্তত ৬৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে।

শিক্ষকের সংকট আরও প্রকট। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি ৪০ জনের জন্য একটি শ্রেণিকক্ষ ও একজন শিক্ষক থাকার কথা। বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিক্ষকের অভাব। সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৯৮ দশমিক ৫২ শতাংশ। বাংলা বিষয়ে দক্ষতার হার ছিল ২৩ শতাংশ এবং গণিতে দক্ষতা ১০ শতাংশের। অন্যান্য বছরেও বাংলায় দক্ষতার হার ২৫ শতাংশের বেশি নয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৭৫৪ কোটি টাকা। তা থেকে অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ ছিল ৫১২ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ। বেতন-ভাতা, বইপত্র ছাপা ও বিতরণে বিপুল ব্যয়। নতুন বছরের শুরুতে নতুন বই হাতে পেলে ছাত্রছাত্রীর যে আনন্দ টিভি চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি আনন্দ তাদের যে ঠিকাদারেরা বইয়ের মুদ্রণ, বিতরণ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা থাকেন ক্যামেরা থেকে দূরে। পূর্ববর্তী বছরের পুরোনো বই পড়েই অনেকে এতকাল বড় বড় মানুষ হয়েছেন। বইটি নতুন হলেই জীবন গঠনে তা কোনো ভূমিকা রাখে না। সুশিক্ষা—যে শিক্ষা নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে, সেই শিক্ষাই পারে শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে যাঁরাই জড়িত থাকুন, তা চুরি-জালিয়াতির সমান অপরাধ।

উপযুক্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর নির্ভর করে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ। শিশুর ভবিষ্যৎ আর জাতির ভবিষ্যৎ একই সুতোয় গাঁথা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি শক্ত না হলে উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ। সময়োপযোগী নাগরিক তৈরি করতে পারে আধুনিক শিক্ষা। সে জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনাই এখন সময়ের দাবি।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্য রকম মূল্য রয়েছে, সবাই রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল ইসলাম নন, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে আদৌ অবহেলা করা যাবে না। সাধারণ মানুষের যোগ্যতা পরিমাপের ন্যূনতম মাপকাঠি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবস্থা আজ শোচনীয়। মানসম্মত ও নৈতিকতাভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির বিকল্প উপায় নেই। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক পুনর্গঠন ছাড়া জাতীয় বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হবে না।

● সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।